২২ ৬০

তারিখ 05 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

বোর্ডের কেন এই দায়িত্বহীনতা?

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে দেশের শিক্ষাবোর্ডগুলো যে কাণ্ড করেছে এবং এখনও করে চলেছে, তা অভাবনীয়। অভাবনীয় এই কারণে যে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা এই প্রথম নানা সমস্যার মধ্যে পড়েছে বোর্ডগুলোর অবিবেচনার শিকার হয়ে। এই সমস্যাগুলো কি ধরনের? ভুক্তভোগীরাই এ সম্পর্কে বলতে পারবেন ভাল। তবু অভিভাবকদের কাছ থেকে যে, সব অভিযোগ আসছে আমরা এই লেখায় তার দু'একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করতে চাই।

আফরোজা পারভীন বানু

প্রথমেই বলতে হয় ফল প্রকাশের অব্যবস্থা সম্পর্কে। এই অব্যবস্থার কারণে অনেক ভাল ছাত্রের রেজাল্ট আশানুরূপ হয়নি। অনেকেই পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছে বোর্ডকে। বোর্ড ফল বিবেচনা করেছে, তবে খুব সীমিত আকারে। শুধু দেখেছে রেজাল্ট বিন্যাসে কোন ভুল হয়েছে কিনা, অন্য কিছু নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, রেজাল্ট তুলতে বা বিন্যাস করতে গিয়ে এবারও ভুল করেছে বোর্ড। একটি ক্ষেত্রে এই ভুলতো মারাত্মক। স্থান পাওয়া একটি ছাত্রকে দেখানো হয়েছে যে সে শুধু পাস করেছে। ফলে মেধা তালিকায় তার নাম ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কেন এমন হলো?

বোর্ডগুলো এত অবিবেচক এবং দায়িত্বহীন কেন? একটি দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে, ছাত্রটির প্রকৃত রেজাল্ট এতটাই ভাল যে, মেধা তালিকায় তার স্থান হওয়া উচিত ছিল 'তৃতীয়'।

এত গেল যাদের ফল পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে তাদের কথা। এর বাইরে যে আরও কত পরীক্ষার্থী আছে, যারা কোন আবেদন করেনি, তাদের রেজাল্টে যে কোন গলদ নেই তার গ্যারান্টি কে দেবে?

এত গেল রেজাল্ট ভুল প্রকাশের কথা। সবচেয়ে বড় সমস্যাটি বোর্ড করেছে অসংখ্য পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট স্থগিত রেখে।

ভাবুন তো, রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে সেই কবে অথচ আজও কোমলমতি অসংখ্য শিক্ষার্থী তাদের ফল কি জানতেই পারল না। এ কোন্ ধরনের দায়িত্ব পালন? কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা যে এতে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

আর একটি সমস্যা বোর্ড করেছে এ বছর। তাহলো যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের মার্কশিট দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? এই মার্কশিট দেয়ার রেওয়াজতো অনেক পুরনো। হঠাৎ করে এই মার্কশিট দেয়া বন্ধ হলো কেন? অকৃতকার্য শিক্ষার্থী কোন্ বিষয়ে কত পেল, কেন ফেল করল, মার্কশিট পেলে তা জানতে পারত এতদিনে। কিন্তু হঠাৎ করে তা জানতে দেয়া হচ্ছে না শিক্ষার্থীদের।

এতটা অবিবেচক কেন হলো বোর্ডগুলো?

আমাদের বক্তব্য হলো এই মার্কশিট দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে দ্রুত প্রকাশ করা হোক স্থগিত রেজাল্ট। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উদ্বেগে, শংকায় রাখার কোন অধিকার বোর্ডের থাকতে পারে না।